চুগলখোরির শাস্তি ও চুগলখোরের নিন্দা

03-January-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ الله
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনি আদম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَيِّنُوْا مَجَالِسَكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُوْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ তোমরা নিজেদের বৈঠককে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার মাধ্যমে সজ্জিত করো, কেননা তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে। (জামেউস সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪৫৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। (মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।
(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✯ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✯ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✯ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই দুনিয়া যাতে আমরা সবাই আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি, তা আসলে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র, মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি সফর, সুতরাং আমাদের প্রতিটি উত্তম আমল আখিরাতের জন্য জমা হচ্ছে এবং আমাদের প্রতিটি নিশ্বাস আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী করছে। বুদ্ধিমান মানুষ সেই, যে নিজের প্রতিটি নিশ্বাস **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যে অতিবাহিত করে, আখিরাতের উপকারি আমল করে আর ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে চুরি, মদ্যপান, কুদৃষ্টি, অপকর্ম, মিথ্যা, গীবত, হিংস ইত্যাদি মন্দ কাজ সমূহ থেকে বেঁচে থাকা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক, অনুরূপভাবে **"চুগলখোরি"** থেকেও বেঁচে থাকা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। আসুন! আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা চুগলখোরির ধ্বংসলীলা, শাস্তি এবং চুগলখোরির নিন্দা সম্পর্কে শ্রবণ করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চুগলির কারণে কবরের আযাব

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত যে, আমরা **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে চলছিলাম, আমরা দু'টি কবরের

পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে গেলেন, সুতরাং আমরাও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীরের রং মুবারক পরিবর্তন হতে লাগলো, এমনকি তাঁর মুবারক জামার আস্তিন কাঁপতে লাগলো, আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কি ব্যাপার? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরাও কি সেই আওয়াজ শুনছো? আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি শুনছেন? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: এই দুই ব্যক্তির কবরে খুবই ভয়াবহ আযাব হচ্ছে, তাও এমন গুনাহের কারণে যা একেবারেই নগন্য (অর্থাৎ তারা উভয়ের খেয়ালে নগন্য ছিলো অথবা তা থেকে বেঁচে থাকা সহজ ছিলো) আমরা আরয করলাম: তা কি গুনাহ? তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাদের মধ্যে একজন প্রশ্রাব থেকে বেঁচে থাকতো না এবং অপরজন নিজের মুখ দ্বারা মানুষদের কষ্ট দিতো এবং চুগলি করতো। অতঃপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খেজুরের দু'টি ডাল আনালেন এবং তাদের প্রত্যেকের কবরে একটি একটি ডাল রাখলেন, আমরা আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটি কি তাদের কোন উপকার করবে? **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হ্যাঁ! যতক্ষণ এই দু'টি ডাল সতেজ থাকবে, তাদের আযাব কম হতে থাকবে।

(সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুর রিকাক, হাদীস নং-৮২১, ২/৯৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারক থেকে আমরা তিনটি মাদানী ফুল অর্জন করি:

(১) আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **আল্লাহ তায়ালার** দানক্রমে ইলমে গাইব অর্জিত, তাইতো **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দু'জন ব্যক্তির উপর হওয়া কবরের আযাব শুধু দেখেননি বরং এটাও ইরশাদ করেন যে, তারা দু'জন কোন গুনাহের কারণে কবরের আযাবে লিপ্ত।

(২) কবরে সতেজ ফুল এবং সবুজ পাতা রাখা কখনোই বিদয়াত নয় বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই হাদীসের আমল, সুতরাং এটা সুন্নাত (দ্বারা প্রমাণিত)।

বুখারী শরীফে রয়েছে: হযরত বুরাইদা আসলামী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই ওসীয়ত করেছিলেন যে, আমার কবরে দু'টি সতেজ ডাল গেঁথে দিবে।

(বুখারী, কিতাবুল জানায়িয, ১/৪৫৮)

আল্লামা খাত্তাবী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যখন সবুজ ডালের তাসবীহ দ্বারা মৃতের আযাব কমে যায় তবে কবরের পাশে যদি কোন মুসলমান কোরআনে করীমের তিাওয়াত করে তবে তা আরো বেশি পরিমাণে মৃতের আযাব কমাবে, কেননা প্রকাশ্য যে, কোরআন তিলাওয়াতের বরকত ও ফযীলত গাছের ডালের তাসবীহ পাঠ করা থেকে অনেক গুণ বেশি উত্তম। **(ওমদাতুল ক্বারী, কিতাবুল ওযু, ২১৬ নং হাদীসের পাদটিকা, ৬/৫৯৮)**

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: কবরে ফুল দেয়া উত্তম, কেননা যতক্ষণ তা সতেজ থাকবে তাসবীহ পাঠ করবে এবং মৃতের প্রশান্তি লাভ হবে।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫১)

(৩) যেমনিভাবে চুগলি করা কবর আযাবের কারণ তেমনিভাবে প্রশ্রাব থেকে বেঁচে না থাকাও কবরে আযাবের কারণ হতে পারে। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রশ্রাব থেকে বেঁচে থাকো, সাধারণত কবর আযাব এই কারণেই হয়ে থাকে। **(দারু কুতনী, ১/১৮৪, হাদীস নং-৪৫৩)** হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমাকে বলা হলো যে, কবরের আযাবকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে: এক তৃতীয়াংশ আযাব গীবতের কারণে, এক তৃতীয়াংশ আযাব চুগলির কারণে এবং এক তৃতীয়াংশ আযাব প্রশ্রাবের (ছিটা থেকে নিজেকে না বাঁচানোর) কারণে হয়ে থাকে। **(যম্মুল গীবাতি লি ইবনে আবীদ দুনিয়া, ৯৬ পৃষ্ঠা, নম্বর-৫৬)** আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব বা অলসতার কারণে অনেকে প্রশ্রাব করে পবিত্রতা অর্জন না করে শরীর ও কাপড় ইত্যাদি নাপাক করে দেয়, তাদের ভয় করা উচিৎ। যদি প্রশ্রাব থেকে না বাঁচার কারণে مَعَاذَ اللّٰہ عَزَّوَجَلَّ **আল্লাহ তায়ালা** অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিরক্ত হয়ে যায়, তবে **খোদার কসম**! দুনিয়া ও আখিরাতে অপদস্ততা ও অপমান নিয়তি হতে পারে।

আসুন! চুগলখোরির সংজ্ঞা শ্রবণ করি:

চুগলখোরি কাকে বলে?

ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: কারো কথা ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে অপরের নিকট পৌঁছানো চুগলি। (ওমদাতুল ক্বারী, ২১৬ নং হাদীসের পাদটিকা, ২/৫৯৪)

চুগলখোরির সংজ্ঞা হলো যে, মানুষের মাঝে ফ্যাসাদ সৃষ্টির জন্য একজনের কথা আরেকজনকে বলা। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবাইর, ২/৪৬)

চুগলখোরির ধ্বংসলীলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো! কোন কথা শুনে অপরকে এমনভাবে বলা যে, উভয়ের মাঝে মতানৈক্য এবং ঝগড়া হয়ে যায়, এরূপ করাকে চুগলি বলে। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজে এই রোগ দ্রুততার সহিত প্রসার লাভ করছে। পূর্বেকার মানুষের মুসলমানকে সম্মান করার প্রেরণা ভরা ছিলো এবং প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়েরা সম্মানের রক্ষক ছিলো, কিন্তু আহ! এখন চারিদিকে ঘৃণার দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে। চুগলির এই ধ্বংসাত্মক রোগের কারণে এখন ঘরে ঘরে যুদ্ধ ক্ষেত্র হয়ে আছে, সুতরাং যারা একে অপর মুসলমানের জন্য প্রাণ বিসর্জন করার দাবী করতো, যারা একে অপরের সম্মানের রক্ষক ছিলো, যাদের বন্ধুত্ব এবং তাদের একতার উদাহরণ দেয়া হতো, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে একটি কটু শব্দ শুনাও সহ্য করতো না, যারা একে অপরকে ছাড়া খাবার পর্যন্ত খেত না, যারা খারাপ সময়ে একে অপরের কাজে আসতো, যারা একে অপরকে নেকীর কাজে উৎসাহিত করতো, চুগলখোরির মতো অশুভ শয়তানি কাজের কারণে তাদের মাঝে ঘৃণার এমন দেওয়াল প্রতিবন্ধক হয়ে যায় যে, তখন তারা একে অপরকে দেখাও পছন্দ করে না। এভাবে বুঝে নিন যে, আগুন ঘর, ফ্যাক্টরী, কোম্পানী, গুদাম, জঙ্গল, গাঁও-গ্রাম এবং বিভিন্ন কিছুকে ঘন্টার মধ্যে বরং নিমিশেই জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দেয়, তেমনিভাবে বংশ, গোত্র, ঘর, খান্দান, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং দলের শান্তি নষ্টকারী এবং অন্তরে ঘৃণার বীজ বপনে চুগলখোরির অশুভ প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়।

এই চুগলখোরির কারণে ছাত্র-শিক্ষকের মাঝে বিরোধ, চুগলখোরির কারণে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া সৃষ্টি হয়, চুগলখোরির কারণে বউ-শাশুড়ির মাঝে কড়া

ভাষার ব্যবহার হয়ে থাকে, চুগলখোরির কারণে বাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার মাঝে ঝগড়া হয়ে থাকে, চুগলখোরির কারণে হকারদের সাথে তুই তুকারির সৃষ্টি হয়, চুগলখোরির কারণে ঠিকাদার ও মজদুরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয়, চুগলখোরির কারণে প্রতিবেশিরা একে অপরের রক্ত পিপাসু হয়ে যায়, চুগলখোরির কারণে আত্মীয় স্বজনদের মাঝে পারিবারিক ঝগড়ার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, চুগলখোরির কারণে ইমাম ও মুক্তাদির মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, চুগলখোরির কারণে মসজিদ কমিটি ও নামাযিরা পরস্পর প্রভাব দেখানোয় লিপ্ত এবং এই চুগলখোরির কারণে অনেকদিনের বন্ধুত্বে মনমালিন্য চলে থাকে। যদি আমরা কোরআনি আহকামের প্রতি দৃষ্টি দিতাম, যদি আমরা **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আমল করতাম, যদি আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাণী সমূহ থেকে উপদেশে মাদানী ফুল খুঁজে নিতম, যদি আমরা ওলামায়ে হকের সাথে সম্পৃক্ত থাকতাম, যদি আমরা চুগলখোরির ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে সজাগ থাকতাম, তবে আজ আমাদের সমাজও নিরাপত্তা ও শান্তির নীড়ে পরিনত হতো।

চুগলখোরি করা কতযে মন্দ কাজ, এর অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, কোরআনে পাকে চুগলখোরির নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে।

৯তম পারার সূরা কলমের **১১** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: খুব নিন্দুক, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে খুব বিচরণকারী;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনিভাবে কোরআনে করীমে চুগলখোরির নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, অনুরূপভাবে রাসূলের হাদীসেও চুগলখোরির নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! শিক্ষা গ্রহণের জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী শ্রবণ করি:

চুগলখোরি সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬টি বাণী

(১) ইরশাদ হচ্ছে: গীবত এবং চুগলী ঈমানকে এমনভাবে কর্তন করে দেয়, যেমন কড়াত গাছকে কর্তন করে দেয়। **(আততারগীব ওয়াত তারহিব, কিতাবুল আদব, নম্বর-৪৩৬২, ৩/৪০৫)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি **আল্লাহ তায়ালা**র নিকট অপছন্দনীয় ব্যক্তি সেই, যে এদিকের কথা ঐদিকে লাগিয়ে মুসলমান ভাইদের মাঝে মতানৈক্য এবং বিরোধ সৃষ্টি করে। **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, নম্বর-১৮০২০, ৬/২৯১)**

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা**র অসাধারণ বান্দা সেই, যখন তাকে দেখবে তখন **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ এসে যায় এবং **আল্লাহ তায়ালা**র নিকৃষ্টতম বান্দা চুগলখোরি করে এদিকে কথা ঐদিকে লাগানোকারী, বন্ধুদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টিকারী এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষ বেরকারী।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/২৯১, হাদীস নং-১৮০২০)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: মুখের উপর কথা শুনিয়ে দেয়া ব্যক্তি, কারো অবর্তমানে দোষত্রুটি অন্বেষণকারী, চুগলখোর এবং নির্দোষ মানুষের দোষ অন্বেষণকারীকে **আল্লাহ তায়ালা** (কিয়ামতের দিন) কুকুরের আকৃতিতে একত্র করবেন।

(আততাওবীখ ওয়াত তানবিয়া লি আবীশ শেখ আল আসবাহানি, ২৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২১৬)

(৫) ইরশাদ হচ্ছে: চুগলখোরকে আখিরাতের পূর্বে তার কবরেই আযাব দেয়া হবে।

(বুখারী, কিতাবুল ওযু, হাদীস নং-২১৬, ১/৯৫)

(৬) ইরশাদ হচ্ছে: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ অর্থাৎ চুগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, হাদীস নং-২০৫৬, ৫১২ পৃষ্ঠা)

বর্ণনাকৃত শেষ হাদীসে মুবারাকার আলোকে হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: قَتَّات হলো সেই ব্যক্তি, যে দু'জন বিরুদ্ধবাদীর কথা লুকিয়ে শুনে এবং তাদেরকে আরো বেশি ক্ষেপানোর জন্য একজনের কথা আরেকজন পর্যন্ত পৌঁছায়, যদি এই ব্যক্তি ঈমানের সহিত মৃত্যুবরণ করে তবে প্রথমেই জান্নাতে যাবে না পরে গেলে যাবে, যদি কুফরের উপর মৃত্যুবরন করে তবে কখনোই যাবে না। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৫২)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! চুগলি ঈমানকে কর্তন করে দেয়, চুগলি করে মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিকারী **আল্লাহ তায়ালা**র অপছন্দনীয় ব্যক্তি, চুগলখোর নিকৃষ্ট বান্দা, চুগলখোরকে কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে একত্র করা হবে, চুগলখোরকে আখিরাতের পূর্বে কবরেই আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হবে এবং চুগলখোর প্রথমে জান্নাতে যাবে না। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বন্ধুদের বৈঠক বা ধর্মীয় মাহফিলের পর বৈঠক,

বিয়ের অনুষ্ঠান হোক বা সমবেদনা জ্ঞাপনের বৈঠক, কারো সাথে সাক্ষাৎ হোক বা ফোনে কথাবার্তা, কয়েক মিনিটও যদি কারো সাথে কথাবার্তা বলার সুযোগ হয় এবং দ্বীনি জ্ঞান সম্পন্ন কোন বিশেষ ব্যক্তি যদি সেই কথাবার্তা নিরীক্ষণ করে তবে সম্ভবত অধিকাংশ বৈঠক থেকে অন্যান্য গুনাহে ভরা বাক্যের পাশাপাশি তিনি ডজন খানেক চুগলিও প্রমাণ করে দিতে পারবে। আসুন! মনকে শক্ত করে চুগলখোরির ধ্বংসযজ্ঞতা সম্বলিত একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি এবং চুগলখোরি থেকে বাঁচার নিয়্যত করুন।

চুগলির কারণে পরিবার ধ্বংস

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার **"গুনাহোঁ কি নহুসত"** রিসালার ৭১ পৃষ্ঠায় রয়ছে: এক ব্যক্তি কারো নিকট একটি গোলাম বিক্রি করলো এবং ক্রেতাকে বলে দিলো যে, এই গোলামের কোন ত্রুটি নেই তবে চুগলখোরির অভ্যাস আছে। ক্রেতা সেই ত্রুটিকে নগন্য মনে করে তাকে কিনে নিলো, সেই গোলাম ঐ ব্যক্তির খেদমতে থাকতে লাগলো। একদিন সেই গোলাম তার মুনিবের স্ত্রীর নিকট গেলো এবং বললো: বেগম সাহেবা! আমার আফসোস হয় যে, আপনার স্বামীর আপনার প্রতি কোন ভালবাসা নেই। এখন তার ইচ্ছা হলো যে, কোন বাঁদী কিনে এনে তার সাথে আয়েম করবে এবং আপনাকে একেবারে ছেড়ে দিবে, যদি আপনি চান তবে আমি আপনাকে এমন একটি উপায় বলবো, যাতে তার মনে আপনার প্রতি আসক্তি রাড়বে এবং আপনাকে ভালবাসবে। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলো: সেই উপায় কি? গোলাম বললো: আজকে রাকে যখন আপনার স্বামী ঘুমিয়ে যাবে তখন খুর দিয়ে তার গলার নিচের কিছু দাড়ি কেটে নিবেন এবং সেই দাড়িগুলো আপনার নিকট রেখে দিবেন অতঃপর আমি উপায় বলে দিবো। এরপর গোলাম মুনিবের নিকট এলো এবং বলতে লাগলো: হুযুর! আজকে আমি বিবি সাহেবকে পরপুরুষের সাথে মেলামেশা করতে দেখেছি এবং সে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করছে। যদি আপনি আমার কথার সত্যতা যাচাই করতে চান তবে আজ রাতে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকবেন এবং আপনি ঘুমের ভান করে থাকবেন। গোলামের কথায় তার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে গেলো। রাতে সে তাই করলো। স্ত্রী মনে করলো যে,

ঘুমিয়ে গেছে, সুতরাং সে খুর নিয়ে দাড়ি কাটার জন্য অগ্রসর হলো, স্বামীর সন্দেহ দৃঢ় হয়ে গেলো যে, আসলেই স্ত্রী তাকে হত্যা করতে চায়, সে দ্রুত উঠে দাড়িয়ে গেলো এবং খুর কেড়ে নিয়ে স্ত্রীকেই মেরে ফেললো। স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনরা জানতে পেরে দৌড়ে এলো এবং সেই ব্যক্তিকে হত্যা করে দিলো। অতঃপর উভয়ের আত্মীয় স্বজনদের মাঝে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো এবং প্রায় একশ লোক মারা গেলো।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৯৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, চুগলখোরি খুবই জঘন্য একটি রোগ, চুগলখোরির অ্যভাস পরিবারের শান্তি ও নিরাপত্তা নষ্ট করে দেয়, চুগলখোরির কারণে পরস্পরের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়, চুগলখোরির কারণে পরস্পরের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়ে যায়, চুগলখোরির কারণে অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়, চুগলখোরির কারণে একে অপরের থেকে বিশ্বাস উঠে যায়, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমরা শ্রবণ করলাম যে, এক ব্যক্তি চুগলখোরিকে সামান্য ত্রুটি মনে করলো আর এরই অশুভ পরিণতি তার ঘরকেউ উজার করে দিলো, চুগলখোরির আপদের কারণে হাসিখুশি জীবন অতিবাহিতকারীদের মাঝে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হয়ে গেলো, চুগলখোরির কারণে সে এবং তার স্ত্রী মৃত্যুর সম্মুখিন হয়ে গেলো এবং অবশেষে তাদের আত্মীয় স্বজনদের মাঝেও হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেলো। সুতরাং নিজেও চুগলখোরি করা থেকে বাঁচতে থাকুন এবং অপরকেও বাঁচতে থাকার উৎসাহ প্রদান করুন, **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের সবাইকে ঝগড়া-বিবাদ, চুগলখোরি এবং সকল গুনাহ থেকে বিরত রাখুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যখনই কেউ আমাদের নিকট এসে কারো ব্যাপারে কোন নেতিবাচক কথা বলে, যেমন; অমুক ব্যক্তি ধোকাবাজ, অমুক ব্যক্তি ওয়াদা খেলাফী করে, অমুক ব্যক্তি আপনাকে মন্দ বলেছে ইত্যাদি তবে আমাদের চোখ বন্ধ করে সাথেসাথেই তার কথায় কখনো বিশ্বাস করা উচিৎ নয়, কেননা গীবত ও চুগলখোরি করার কারণে সে ফাসিক এবং প্রকাশ্যে গুনাহকারী হয়ে

গেলো এবং ফাসিকের কথায় বিশ্বাস করা উচিৎ নয়। যদি আমরা বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনি অধ্যয়ন করি তবে আমরা এই মাদানী ফুল পাবো যে, তাদের নিকট যখন কেউ এরূপ সংবাদ আনতো যা কারো বিরুদ্ধে হতো তবে তারা তার সংবাদকে যাচাই বাচাই ছাড়াই মেনে নেয়ার পরিবর্তে তার সংশোধন করে তাকে উপদেশের মাদানী ফুল দ্বারা ধন্য করতে থাকুন। আসুন! এপ্রসঙ্গে ৪টি শিক্ষামূলক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি:

চুগলখোর কখনো সত্যবাদী হতে পারে না

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ একবার বাদশাহ সুলায়মান বিন আব্দুল মালিকের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি এলো, বাদশাহ কিছুটা অপছন্দনীয় ভঙ্গিতে তাকে বললো: আমি জানতে পেরেছি তুমি আমার বিরুদ্ধে অমুক অমুক কথা বলেছো! সে উত্তর দিলো: আমি তো এরূপ কিছুই বলিনি। বাদশাহ জোড় দিয়ে বললো: যে আমাকে বলেছে সে (কিভাবে মিথ্যা বলতে পারে, সে তো খুবই) সত্যবাদী ব্যক্তি। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যুহরি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বাদশাহকে উদ্দেশ্য করে বললেন: (আপনাকে যে এরূপ সংবাদ দিয়েছে সে তো চুগলখোরি করলো এবং) চুগলখোর কখনোই সত্যবাদী হতে পারে না! একথা শুনে বাদশাহ সংযত হলো এবং বললো: জনাব! আপনি একেবারেই সঠিক বলেছেন। অতঃপর সেই ব্যক্তি বললো: اِذْهَبْ بِسَلَامٍ অর্থাৎ তুমি নিরাপত্তার সহিত ফিরে যাও। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৯৩)**

সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিযের কর্ম পদ্ধতি

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর বরকতময় খেদমতে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো এবং সে কারো ব্যাপারে কোন নেতিবাচক কথা বললো। তিনি বললেন: যদি তুমি চাও তবে আমি তোমার ব্যাপারে যাচাই বাচাই করবো! যদি তুমি মিথ্যুক সাব্যস্ত হও তবে এই আয়াতে মুবারাকায় আমল হবে:

اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ যদি কোন ফাসিক তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও;

এবং যদি সত্যবাদী হও, তবে তুমি এই আয়াতের দায় থেকে মুক্ত হবে:

هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۭ بِنَمِيْمٍ ﴿۱۱﴾

(পারা ২৯, সূরা কলম, আয়াত ১১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ খুব নিন্দুক, এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে খুব বিচরণকারী;

এবং যদি তুমি চাও তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিবো! সে আরয করলো: হে আমিরুল মুমিনিন! ক্ষমা করে দিন! ভবিষ্যতে আমি এরূপ (অর্থাৎ গীবত ও চুগলখোরি) করবো না। **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৯৩)**

তুমি আমার নিকট তিনটি মন্দ বিষয় নিয়ে এসেছো

এক ব্যক্তি কোন বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাকে তার বন্ধুর কিছু নেতিবাচক কথা বললো, এতে তিনি বললেন: আফসোস! তুমি আমার নিকট তিনটি মন্দ বিষয় নিয়ে এসেছো: (১) আমার মধ্যে আমার ইসলামী ভাই সম্পর্কে ঘৃণা ঢুকিয়ে দিয়েছো, (২) এই কারণে আমার মনকে (চিন্তা ও কুমন্ত্রণায়) লিপ্ত করে দিয়েছো এবং (৩) আমার আমিন নফসের উপর অপবাদ লাগালো। (অর্থাৎ আমি তোমাকে আমানতদার মনে করেছিলাম, কিন্তু তোমার তো দেখছি পেটে কথা থাকে না!) **(ইহইয়াউল উলুম, ৩/১৯৩)**

চুগলখোর চুপ হয়ে গেলো

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর ছোট ভাই মাওলানা মুহাম্মদ রযা খানকে খুবই ভালবাসতেন, একবার মাওলানা মুহাম্মদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর স্ত্রীর জন্য সোনার বালা বানালেন, কোন চুগলখোর আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে এই বিষয়টি উল্লেখ করলো, তখন ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই সুন্দর উত্তর দিয়ে বললেন: যদি (আমার ভাই) মাওলানা মুহাম্মদ রযা এই বালা নিজের সম্পদ থেকে বানায় তবে আমি খুশি যে, **আল্লাহ তায়ালা** আমার ভাইকে এত সম্পদ দিয়েছে এবং যদি সে আমার সম্পদ থেকে বানায় তবে আমি এর চেয়েও বেশি খুশি যে, আমার ভাই

আমার সম্পদকে নিজের সম্পদ মনে করে। এই উত্তর শুনে সে চুগলখোর বিফল মনোরতে ফিরে গেলো। (আলা হযরত কে পছন্দনীয় ওয়াকেয়াত, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে চুগলখোরি মুসলমানদের মধ্যে গীবত, অপবাদ, মনে কষ্ট, ঝগড়া-বিবাদ এবং অন্যান্য অনেক মন্দ বিষয় শুরু হয়ে যায়, অনুরূপভাবে এর একটি অশুভ ভয়াবহতা এটাও যে, এর কারণে **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে দোয়াও কবুল হয়না। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি চিন্তা উদ্রেককারী ঘটনা শ্রবণ করি।

চুগলখোরির শাস্তি

হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বর্ণনা করেন, একবার হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর যুগে কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তিনি عَلَيْهِ السَّلَام বনি ইসরাঈলের সাথে বৃষ্টি বর্ষনের জন্য দোয়া করতে গেলেন কিন্তু বৃষ্টি হলো না, তিনি عَلَيْهِ السَّلَام তিনদিন পর্যন্ত এরূপই করতে থাকেন কিন্তু বৃষ্টি তবুও বর্ষন হলো না। অতঃপর **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হলো, হে মূসা! আমি তোমার এবং তোমার সাথীদের দোয়া কবুল করবো না, কেননা তাদের মধ্যে একজন চুগলখোর আছে। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে পরওয়ারদিগার! সে কে? যেনো আমি তাকে এখান থেকে বের করে দিই। **আল্লাহ তায়ালার** পক্ষ থেকে উত্তর এলো: হে মূসা! আমি তো বান্দাকে তা থেকে বিরত রাখি। হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বনি ইসরাইলকে আদেশ দিলেন যে, তোমরা সবাই **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে চুগলখোরি থেকে তাওবা করো। যখন সবাই তাওবা করলো তখন **আল্লাহ তায়ালা** তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষন করলেন। (ইহইয়াউল উলুম, ১/৪০৭)

মাংসের ছোট্ট টুকরো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, চুগলখোরি করা এতই মন্দ আমল যে, এর অশুভ প্রভাব শুধুমাত্র চুগলখোরের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং অন্যান্য লোকেদেরও বিপদে নিক্ষেপ করে দেয়, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের মুখকে চুগলখোরি বরং প্রত্যেক প্রকারের মন্দ বিষয় থেকে পবিত্র রাখার

পরিপূর্ণ চেষ্টা করা, কেননা জিহ্বা যদিও দেখতে মাংসের একটি টুকরো কিন্তু তা **আল্লাহ তায়ালার** মহান নেয়ামত। এই নেয়ামতের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্ভবত বোবারাই বলতে পারবে। জিহ্বার সঠিক ব্যবহার জান্নাতে এবং ভূল ব্যবহার জাহান্নামে প্রবেশ করাতে পারে। এই জিহ্বা দ্বারা তিলাওয়াতকারী এবং দরূদ ও সালাম পাঠকারী **আল্লাহ তায়ালার** দয়ায় জান্নাতে যাবে। এই জিহ্বার দ্বারা কোন মুসলমানকে গালি প্রদানকারী, গীবতকারী ও চুগলখোর এবং অপবাদ লেপনকারী জাহান্নামের আযাবের অধিকারী সাব্যস্ত হয়। যদি কোন অমুসলিমও সত্য অন্তরে এই জিহ্বা দিয়ে لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْ لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাঠ করে নেয় তবে কুফর ও শিরকের সকল আবর্জনা থেকে পবিত্র হয়ে যায়, তার জিহ্বা দিয়ে বের হওয়া এই কলেমা তার পূর্বের সকল গুনাহের ময়লা আবর্জনা ধুয়ে দেয়। জিহ্বা দ্বারা আদায় করা এই কলেমা পাকের কারণে সে গুনাহ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয়ে যায়, যেমন সেই দিন ছিলো যেদিন তাকে তার মা জন্ম দিয়েছিলো। এই মহান মাদানী পরিবর্তন অন্তরের সত্যায়নের পাশাপাশি মুখ দিয়ে আদায় করা কলেমার বদৌলতেই এসেছে।

আহ! আমরাও যদি নিজের জিহ্বার সঠিক ব্যবহার শিখে নিই। গীবত, চুগলখোরি এবং অপবাদে ভরা কথাবার্তা থেকে পিছু ছাড়িয়ে নিই, নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** এবং **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইচ্ছা অনুযায়ী যদি জিহ্বাকে ব্যবহার করা হয় তবে জান্নাতে ঘর প্রস্তুত হয়ে যাবে। এই জিহ্বা দ্বারা আমরা কোরআনের তিলাওয়াত করি, দরূদ ও সালাম পাঠ করি, অধিকহারে নেকীর দাওয়াত দিই তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আমরা লাভবানই হবো।

প্রত্যেক বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ তায়ালার** দরবারে আরয করলেন: হে দয়াময় রব! যে তার ভাইকে ডাকবে এবং নেকীর আদেশ দিবে আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, সেই ব্যক্তির প্রতিদান কি হবে? ইরশাদ করলেন: আমি তার প্রতিটি বাক্যের বিনিময়ে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিপিবদ্ধ করি এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! নেকীর কথা বলতে, গুনাহকে ঘৃণা করতে এবং এই কাজ সমূহের জন্য কাউকে ইনফিরাদী কৌমিম করার সাওয়াব অর্জন করতে এটা আবশ্যক নয় যে, যাকে

বুঝানো হচ্ছে তাকে মেনে নিতে হবে, তবেই সাওয়াব অর্জিত হবে, বরং যদি সে নাও মানে তবুও اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সাওয়াবই সাওয়াব। যদি আপনার ইনফিরাদী কৌশিশ দ্বারা কেউ যেমন; **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়া শুরু করে দেয় এবং সেও মাদানী রঙে রঙিন হয়ে যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আপনারও তরী পাড় হয়ে যাবে।

১২টি মাদানী কাজের একটি "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"

মনে রাখবেন! যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে **"প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"**য় পড়া বা পড়ানো। ✯ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** নামায, ওযু এবং গোসল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিধানাবলী শেখার উত্তম উপায়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় উপস্থিতির বরকতে সৎসঙ্গ সহজলভ্য হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে কোরআনে করীম পড়ানোর সৌভাগ্য অর্জিত হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে ইলমে দ্বীনের দৌলত নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের প্রেরণা নসীব হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে উত্তম চরিত্র গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ✯ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে মসজিদে বসার সাওয়াব অর্জিত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র রিসালাও মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই রিসালায় কোরআনে করীম পাঠ করার ফযীলত, প্রশিক্ষণের গুরুত্ব, বিশুদ্ধভাবে কোরআনে পাক পাঠ করার শরয়ী বিধান, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র ৭টি মাদানী ফুল, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র মাদানী বাহার, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র সংখ্যা বৃদ্ধির পদ্ধতি, মসজিদের আদব, মারকাযি মজলিশে শুরার মাদানী মাশওয়ারা থেকে গৃহিত মাদানী ফুল এবং তাছাড়াও অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে।

আসুন! **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পড়ার বরকত সম্বলিত একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি।

কু-দৃষ্টির অভ্যাস থেকে মুক্তি অর্জিত হলো

বাবুল মদীনার (করাচী) একজন ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে সিনেমা নাটক দেখতো, গান বাজনা শুনতো এবং কুদৃষ্টির অভ্যাস ছিলো আর নিয়মিত নামায পড়ারও মানসিকতা ছিলো না। কোন একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাকে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় অংশগ্রহনের দাওয়াত দিলো, সে **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায়** পড়তে শুরু করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র বরকতে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা তার অভ্যাসে পরিণত হলো এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুরীদ হয়ে নামায এবং মসজিদে দরস প্রদানকারী হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সিনেমা, নাটক, গান বাজনা, কুদৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি গুনাহ ছেড়ে দিলো এবং নিজের পরিবারের সদস্যদের উপরও ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরও নামাযী বানানোর চেষ্টায় রত আছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দ্বীনে মতিনের প্রায় ১০৫টি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হলো **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় প্রাপ্ত বয়স্ক অর্থাৎ বড় ইসলামী ভাইদের বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে মাদানী কায়দা এবং কোরআনে করীম **ফি সবিলিল্লাহ** পড়ানো হয়, **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় পাঠরত সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল কোরআনে করীমের শিক্ষা গ্রহনের পাশাপাশি অসংখ্য ইলমে দ্বীনও অর্জন করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**র রুটিনে **"নামাযের আহকাম"** কিতাব থেকে নামায, গোসল, ওযু, জানাযার নামায, সুন্নাত শিখা, মাদানী দরস দেয়া, ফরয জ্ঞান সম্বলিত বয়ান শ্রবন করা, দোয়া মুখস্ত করা এবং পরিশেষে মাদানী ইনআমাতের রিসালা থেকে ফিকরে মদীনা করাও অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। মনে রাখবেন! এই মজলিশের অধিনে দেশ বিদেশে হাজারো **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা** লাগানো হয়। যাতে এক লাখেরও বেশি আশিকানে রাসূল **ফি-সবিলিল্লাহ** কোরআনে করীমের শিক্ষা অর্জন

করছে। আপনিও সাহস করুন, কোরআন শিক্ষা গ্রহনের জন্য **প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা**য় নিজেও অংশগ্রহন করুস এবং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের সবাইকে কোরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে পাঠ করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা চুগলখোরির নিন্দা এবং এর ক্ষতি সম্পর্কে শুনছিলাম, আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি।

কবরে আগুন জ্বলছিলো

হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন দীনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মদীনা শরীফে এক ব্যক্তি বসবাস করতো, যার বোন মদীনা শরীফে নিকটে একটি লোকালয়ে থাকতো, সে অসুস্থ হলে এই ব্যক্তি তার সেবা-শুশ্রূষায় লেগে গেলো কিন্তু এই অসুস্থতায় সে মারা গেলো, সেই ব্যক্তি তার বোনের কাফন দাফনের ব্যবস্থা করলো, যখন দাফন করে ফিরে এলো তখন তার স্মরণ এলো যে, সে টাকার একটি থলে কবরের মধ্যে ভূলে রেখে এসেছে। সে তার এক বন্ধুর সাহায্য চাইলো, উভয়ে গিয়ে সেই কবর খনন করে টাকার থলে বের করে নিলো। তখন সেই ব্যক্তি বন্ধুকে বললো: একটু উঁকি মেরে দেখো তো আমার বোন কোন অবস্থায় আছে? সে কবরে উঁকি দিয়ে দেখলো যে, সেখানে আগুন জ্বলছে, সে চুপচাপ ফিরে এলো এবং মাকে জিজ্ঞাসা করলো: আমার বোনের কি কোন খারাপ অভ্যাস ছিলো? মা বললো: তোমার বোনের অভ্যাস ছিলো যে, সে প্রতিবেশিদের দরজায় কান লাগিয়ে তাদের কথা শুনতো এবং চুগলখোরি করতো। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ১৭ পৃষ্ঠা)

বর্ণনাকৃত ঘটনায় চুগলখোরির আপদে লিপ্ত লোকদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান। সুতরাং চুগলখোরির আপদে লিপ্ত লোকদের উচিৎ যে, তারা যেনো মনে **আল্লাহ তায়ালা**র ভয় সৃষ্টি করে, কবরের আযাবকে ভয় করে, নিজের মৃত্যু এবং কবরের সংকীর্ণতা ও অন্ধকার গর্তকে স্মরণ করে, নিজের জিহ্বাতে সংযত রাখার পরিপূর্ণ চেষ্টা করে এবং মুসলমানের সম্মানি করতে শিখে। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমাদের

বুযুর্গানে দ্বীনরা সারা জীবন উম্মতে মুসলিমাকে গুনাহের চোরাবালি থেকে বের করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন এবং কিতাব লিখে গেছেন যেনো সমাজ থেকে মন্দ শেষ হয়ে যায় এবং সমাজ শান্তির নীড়ে পরিণত হয়, যেহেতু চুগলখোরিও একটি অনেক বড় খারাপ কাজ, সেহেতু তাঁরা এই খারাপ কাজের মূলৎপাটনের জন্যও আমাদের আমলের উপযোগী মাদানী ফুল প্রদান করেছেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে চুগলখোরি থেকে মুক্তি অর্জন এবং চুগলখোরদের সংশোধনের কিছু পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

চুগলখোরি থেকে মুক্তি অর্জন এবং চুগলখোরদের সংশোধনের ৬টি পদ্ধতি

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে ব্যক্তির নিকট চুগলখোরি করা হবে এবং তাকে বলা হলো যে, অমুক ব্যক্তি তোমার সম্পর্কে এরূপ বলেছে বা তোমার বিরুদ্ধে এরূপ করেছে অথবা সে তোমার কাজকর্ম পন্ড করার ফন্দিতে আছে কিংবা তোমার শত্রুর সাথে বন্ধুত্ব করার প্রস্তুতি নিচ্ছে বা তোমার অবস্থা নষ্ট করার চেষ্টায় লেগে আছে অথবা এরূপ অন্যান্য কোন কথা বলে তবে এই অবস্থায় এই ৬টি বিষয় আবশ্যক।

(১) চুগলখোরের সত্যতা যাচাই না করা, কেননা চুগলখোর ফাসিক হয়ে থাকে এবং ফাসিকের সাক্ষ্য অগ্রহনযোগ্য। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْۤا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًۢا بِجَهَالَةٍ

(পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক্ব তোমাদের নিকট কোন সংবাদ আনে, তবে তা যাচাই করে নাও যাতে কোন সম্প্রদায়কে অজানাবশতঃ কষ্ট না দিয়ে বসো;

(২) তাকে চুগলখোরি করা থেকে নিষেধ করুন, তাকে বুঝান এবং তার সামনে তার কাজটি মন্দ বলে প্রমাণিত করুন।

(৩) **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য তাকে ঘৃণা করুন কেননা চুগলখোরি **আল্লাহ তায়ালা**র অপছন্দনিয় এবং যাকে **আল্লাহ তায়ালা** অপছন্দ করে তাকে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

(৪) নিজের মুসলমান ভাই অর্থাৎ যার গীবত করা হয়েছে, তার প্রতি যেনো কুধারণা সৃষ্টি না হয়, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ

(পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা বহুবিধ অনুমাত থেকে বিরত থাকো। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান পাপ হয়ে যায়।

(৫) যে কথা তোমাকে বলা হয়েছে, তা তোমায় যাচাই বাচাই করা এবং কথা কাটাকটিতে যেনো উদ্বুদ্ধ না করে যে, তুমি তা সত্য করে বসো। **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَجَسَّسُوْا

(পারা ২৬, হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ এবং দোষ তালাশ করো না।

(৬) যে কথাটি তুমি চুগলখোরকে নিষেধ করছো, তা নিজের জন্য অপছন্দ করো এবং তার চুগলির কথা অপরকে এভাবে বর্ণনা করো না যে, অমুক আমার এই কথাটি বলেছে। এভাবে তুমিও চুগলখোর এবং গীবতকারী হয়ে যাবে আর যে বিষয়টি সম্পর্কে তুমি নিষেধ করেছো, নিজেও তা সম্পাদনকারী হয়ে যাবে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/৪৭৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! চুগলখোরি থেকে মুক্তি পেতে আরো ৯টি পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

চুগলখোরি থেকে বাঁচার ৯টি পদ্ধতি

(১) চুগলখোরি থেকে মুক্তি পেতে চুগলখোরের প্রদত্ত আযাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া, নিজের আমলের পরিসংখ্যান করুন যে, জ্বলন্ত সিগারেট বা কয়লায় যদি পা পরে যায়, গরম পাত্র, ইস্ত্রি বা পানি শরীরে লেগে যায় তবে চিৎকার বের হয়ে যায়, যদি চুগলখোরি করার কারণে কবরের আযাবে লিপ্ত করে দেয়া হয় তবে আমার কি অবস্থা হবে? আমার নরম ও কোমল দেহ এই আযাব কিভাবে সহ্য করবে? ইত্যাদি

(২) চুগলখোরির নিন্দায় বর্ণিত আয়াতে করীমা এবং হাদীসে মুবারাকা বারবার পড়তে ও শুনতে থাকুন।

(৩) চুগলখোরি সাধারণত মুখ দিয়েই হয়ে থাকে, নিজের মুখকে হিফাযত করুন এবং জায়িয কথাবার্তা ছাড়া অধিকাংশ সময় চুপ থাকার অভ্যাস গড়ুন।

(৪) মন্দ বন্ধুর সহচর্য চুগলখোরির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে, সুতরাং তাদের সহচর্য থেকে দূরে থাকুন এবং সর্বদা আশিকানে রাসূলের সহচর্যে বসুন।

(৫) যখনই শয়তান চুগলখোরির প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তখন এভাবে নিজের মানসিকতা তৈরি করুন যে, যেহেতু আমি নিজের জন্য এটা অপছন্দ করি যে, কেউ আমার গীবত করুক, আমার সম্পর্কে কোন মন্দ কথা বলুক, আমার গোপন কথা বলে দিক, আমার পেছনে চুগলি করুক তবে আমাকে মুসলমানের সম্পর্কেও এরূপ আচরণ রাখা উচিৎ, যদি আজ আমি কারো গীবত ও চুগলি করি বা এদিকের কথা ঐদিকে লাগাই তবে আমার ব্যাপারেও এরূপ আচরণ করা হবে। সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, মুসলমানদের ত্রুটি দেখার পরিবর্তে মানুষ শুধুমাত্র নিজের দোষ-ত্রুটিই দেখুক এবং সংশোধনে লিপ্ত থাকে।

(৬) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে চুগলখোরিসহ অনেক বাতেনি রোগের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হবে এবং মুসলমানকে সম্মানের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

(৭) শায়খে তরীকত, আমীলে আহরে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং আল মদীনাতুল ইলমিয়ার লিখিত কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন করার অভ্যাস গড়ে নিন, বিশেষকরে **"ইহইয়াউল উলুম"** ৩য় খন্ড ৪৬৮-৪৮৫ পৃষ্ঠা পর্যন্ত অবশ্যই অধ্যয়ন করুন।

(৮) প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করা এবং প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে আপনার ওখানকার যিম্মাদারকে জমা করানোও চুগলখোরির আপদ থেকে মুক্তির অন্যন্য উপায়।

মাদানী ইনআম নম্বর ৩৮: আপনি কি আজ **মিথ্যা, গীবত, চুগলখোরি, হিংসা, অহঙ্কার** এবং **ওয়াদা খেলাফী** থেকে বিরত থাকতে সফল হয়েছেন?

(৯) আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ চুগলখোরিসহ অনেক বাতেনি রোগ থেকে মুক্তি পাবেন, ফরয জ্ঞান অর্জিত হবে এবং আখিরাতের চিন্তা নসীব হবে। **আল্লাহ তায়ালা** আমাদের চুগলখোরি এবং চুগলখোর থেকে নিরাপদ রাখুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পোষাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১৬৩টি মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে পোষাক পরিধান সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) "জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ الله পাঠ করা।" (মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং-২৫০৪) হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এই **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন তা (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখবে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৬৮) (২) "যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা পরিহার করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।" (আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮) ☆ **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ সময় সাদা কাপড়ের হতো। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৩৬ পৃষ্ঠা)

ঘোষণা

পোষাক পরিধানের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং সেই মাদানী ফুল সমূহ জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমাঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)**

(৩) রহমতের ৭০টি দরজাঃ

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াবঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াতঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীসঃ ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলোঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)